০৫-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে সকল কিছুর থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রতিদিন দু'বার জ্ঞান স্নান করো। মায়া তোমাদের দিয়ে ভুল করায়, আর বাবা তোমাদের অভুল বানান

প্রশ্ন : - কোন্ নিশ্চয় বা কীসের আধারে বাবার সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর : - প্রথমে এই বিশ্বাস দৃঢ় হবে যে একমাত্র শিববাবাই আমার আপন দ্বিতীয় আর কেউ নয়। এর সাথেই নিজেকে পুরো উৎসর্গ করা অর্থাৎ ট্রাস্টি হয়ে ভালোবাসার সাথে সেবা করা। এইরকম বাচ্চারা বাবার সম্পূর্ণ সাহায্য পায়।

গীত : - আমাদের সেই পথেই চলতে হবে যেখানে পড়ে যাওয়াও আছে, আবার উঠে দাঁড়ানোও আছে .....

ওম্ শান্তি। গীতে এই কথাটি কে বলছে ? পরমপিতা পরম আত্মা, জ্ঞানের সাগর বলেন -বাচ্চারা আমি তোমাদের যে পথে নিয়ে চলেছি বা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য যে রায় দিচ্ছি সেখানে এটা তো হবেই - কারো পতন হবে আবার কেউ সামলে উঠে দাঁড়াবে। সুরজিত এবং মূর্ছিত হতে থাকবে। সুরজিত হওয়ার জন্য এটাই হল সঞ্জীবনী বুটি। পরমপিতা পরমাত্মার হল জ্ঞানের বুটি। রামায়ণের গল্পে আছে না, রাম ও রাবণের যুদ্ধ হয়, লক্ষণ মূর্ছিত হয়ে যায়, হনূমান সঞ্জীবনী বুটি নিয়ে আসে। বাস্তবে রামায়ণ তো পরে বসে লিখেছে। এরকম কোনো ব্যাপার নেই, না তো মানুষের লেখা কোনো গীতা ভগবান গেয়েছেন। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। কীসের জ্ঞান ? সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দেন। সেটাকেই মানুষ গীতার নাম দিয়েছে, তার উপর কৃষ্ণের নাম দিয়েছে। যেমন বাবার জীবনীতে যদি কোনো বাচ্চার নাম লিখে দেওয়া হয় তো কি হবে ? তেমনি শিববাবা হলেন গীতার জন্মদাতা কিন্তু কৃষ্ণের নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় অনর্থ হয়ে গেছে। গীতা খণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় সব মানব আত্মাদের পরমাত্মার সাথে বুদ্ধি যোগ খণ্ডিত হয়ে গেছে। তাহলে মানুষ পবিত্র কেমন করে হবে ! এই যোগ অগ্নির দ্বারাই আমরা পবিত্র হই, গঙ্গাজলের দ্বারা নয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান অমৃত দ্বারা মানবকে দেবতা বানান । জলকে কখনো অমৃত বলা হয় না। এটা হলো পড়াশোনা । পড়াশোনার মানে হল নলেজ। এই শাস্ত্র তো ভারতবাসীরা দ্বাপর যুগ থেকে তৈরী করেছে। মানুষ বলে শাস্ত্র অনাদি। আমরা বলি নাটক অনাদি। এমন নয় যে এই সব শাস্ত্র সত্যযুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই সব অনাদি অর্থাৎ নাটকে নির্ধারিত রয়েছে। দ্বাপর যুগ থেকে মানুষ লিখেই এসেছে। এখন বেহদের বাবা নিজের সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বলছেন। বাবা বলেন সত্য এবং ত্রেতা যুগে আমার কোনো পার্ট নেই। সৃষ্টি নাটকের নিয়মে চলে। নাটকে আমার ভূমিকাও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আমিও নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ। যেমন খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ইত্যাদির সত্যযুগে-ত্রেতাযুগে কোনো ভূমিকা নেই। সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকে। এমন নয় যে দেব-দেবীদের সব আত্মারা সেই সময় চলে আসে। না, তা নয়, তারাও ক্রমানুসারে আসতে থাকে। তারপর সতোপ্রধান থাকে, পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ সতো, রজো, তম স্টেজে আসে। পুনরায় সূর্যবংশীরায় চন্দ্রবংশী হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ রহস্যটাই বোঝার আছে।

তোমরা যেন যারা অসম্পূর্ণ পবিত্র হবে তারা রাজত্বও অসম্পূর্ণ পাবে। যারা জ্ঞান-যোগে তীক্ষ্ণ হবে তারাই প্রথমে রাজা হবে। রাজধানী তৈরী হচ্ছে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। শিববাবা বাচ্চাদের বোঝান যে - তোমাদেরকে হীরের মতন হতে হবে। আমি জ্ঞানের সাগর, শান্তিরও সাগর। তোমাদেরকে তাই মাস্টার জ্ঞান সাগর হতে হয়। শান্তির অর্থ একে অপরের সাথে লড়াই নয়। সন্ন্যাসীরা বোঝে প্রাণায়াম করাই... এখানে এই সব নেই । বাবা মনের তারে টান দেন । ছোট বাচ্চাদেরও মনের তারে টান দেন এবং ধ্যানে চলে যায়। এটাকে বলে হয় ঈশ্বরীয় বরদান। ভক্তিতেও সাক্ষাৎকার হয়। এই দিব্যা দৃষ্টি দেবার ক্ষমতা বাবা ছাড়া আর কারো নেই। এখন তো বাবা সামনেই আছেন, বলেন ভক্তদের কাছে ভগবানকে আসতে হয় - মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। বাবা বলেন - আমি জানি এটা হল মায়ার যুদ্ধ, কখনো উপরে যাবে,কখনো নীচে গিয়ে পড়বে। যোগ ভ্রষ্ট হলে মন-বচন ও কর্মেও ভুল হয়। পরীক্ষা সকলেরই আসে । মায়ার কোনো প্রহারই হল না, তবে তো শরীর থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে । এখনও কেউ সম্পূর্ণ হয়নি । এটা হল ঘোড়দৌড়। রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হয়। রাজ্যত্বের জন্য অশ্ব, অর্থাৎ রথকে শিববাবার প্রতি উৎসর্গ করতে হবে অর্থাৎ বাচ্চা হয়ে সম্পূর্ণ সেবা করতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে যদি পুরুষার্থ করা হয় তাহলে সাহায্যও পাওয়া যাবে। দৃঢ় সংকল্প চাই - আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয় । মরতে তো সকলকেই হবে।

পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন বাবা-টিচার-সৎগুরু, তাঁর কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। সকলের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। সকলকে একসাথে মরতে হবে। যখন বিপর্যয় আসে তখন তো সকলে একসাথে মরে, তাই না ! গোলা পড়তে শুরু করলেই বাড়ি ঘর ভেঙে পড়বে। সুতরাং এখন সকলের মৃত্য আসন্ন, সেইজন্য বাচ্চাদেরও এই অবিনাশী উপার্জন করাও। এটাই হল সত্যিকারের উপার্জন ।যে করবে, সে-ই পাবে । এই রকম নয় যে বাপ রোজগার করবে আর বাচ্চারা তা পেয়ে যাবে। না। বাচ্চাদেরও এই সত্যিকারের উপার্জন করাতে হবে। বোঝার মতো বিষয় এটা। এতে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আমরা দেবতা হতে চলেছি, তাই কোনো প্রকারের অশুদ্ধ বস্তু খেতে পারি না। কেউ কেউ মনে করে মাছ খেলে কোনো দোষ হয় না। তাই ব্রাহ্মণদেরও খাওয়ায় । সব রীতি নীতিই উল্টো হয়ে গেছে। বাবা বলেন সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । প্রথমে জ্ঞান চিতাতে বসতে হবে। মনে যত বিকল্প চিন্তনই আসুক কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না। যখন তোমরা বাবার হয়ে যাও তখন মায়ার সাথে তোমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যারা প্রজা হবে তাদের সাথে মায়া এত সংঘর্ষে যায় না। মায়াজিৎ জগতজিৎ হতে হবে। প্রজা কখনোই জগতজিৎ হয় না। জগতজিৎ হওয়া মানে হল সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী হওয়া। পরিশ্রম করে ৩-৪ বছর পবিত্র থাকার পর মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে। তারপর চিঠি লেখে - বাবা ক্ষমা করে দিন। এখানে এই নিয়ম রয়েছে, বাবার বাচ্চা হওয়ার পর সারা জীবনে যে যে পাপ করেছে সব লিখতে হয় - ধর্মরাজ শিববাবা, এই জন্মে আমি এই এই পাপ করেছি - তাহলে অর্ধেক পাপ মাফ হয়ে যায়। এও হল ল'। আগে জজের সামনে সত্য স্বীকার করলে সাজা কম হয়ে যেত। ভুল করার পরেও না লিখলে শত গুণ দন্ড হয়ে যায়। বাবার বাচ্চাদের জন্য অনেক বিধি নিষেধ রয়েছে। বাইরের লোকেদের জন্য এতটা নেই, তাই তারা ভয় পায়। বেহদের বাবা যিনি সৌভাগ্যশালী বানান, তাঁর হতে পারে না। ভুল তো হয়ই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভুল অবশ্যই হতে হবে। এখানে অনেক বিধি নিষেধ রাখতে হয়। সমর্থের হাত যখন ধরে, তখন বাবা-ই সব কিছু রক্ষা করবেন। বি-পিতার বাচ্চাদের কী করতে যাবেন নাকি ! আত্মজ সন্তান কতো কম, তাও তো কতো বাচ্চারা

বাবাকে চিঠি লেখে। কতো কতো পোস্ট আসে। বাবার তো একটাই হাত, প্রত্যেকে বলে বাবা আমাকে আলাদা করে পত্র লিখবেন.....এখন তো অনেক বৃদ্ধি হবে। এখন আর কেউ ব্যাগ বোঝাই পোস্ট পাঠায় না। এ হল গুপ্ত গভর্নমেন্ট। আন্ডারগ্রাউন্ড। রিলিজিও-পলিটিক্যাল। কোনো অস্ত্র ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। লক্ষ্য অনেক উঁচু। যত উপরে চড়বে তো বৈকুন্ঠ রস চাখবে। আর পড়লে রাজত্ব হারিয়ে প্রজা হয়ে যাবে । বুঝলে !

তোমরা বাচ্চারা জান যে ভারত একদা হিরে তুল্য ছিল, আজ কানা-কড়ির তুল্য হয়ে গেছে। এখন তোমরা বলবে আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার পুরুষার্থ করি। আমরা সর্বদা সৌভাগ্যশালী হতে এসেছি। বাবা পতিত থেকে পবিত্র বানান । পুনরায় এই রাবণ রাজ্য নিচে চলে যাবে। এই চক্র আবর্তিত হয়, তাই না। রাবণ রাজ্য নিচে তো রাম রাজ্য উপরে। নিজেকে অনেক দিক থেকে রক্ষা করতে হয়। সামলাতে তারাই পারবে যারা প্রতিদিন জ্ঞানের স্নান করবে। রয়্যাল লোকেরা দিনে দু বার স্নান করে। অমৃতবেলা এবং নুমাশাম (সন্ধ্যাবেলা) দু' বার জ্ঞানের স্নান অবশ্যই করতে হবে। এক বার এক ঘন্টা পড়ে, দ্বিতীয় বার মুরলী রিভাইজ অবশ্যই করবে। ধারণ করতে হবে এবং করাতেও হবে।বাচ্চাদের এবং স্ত্রীদেরও সত্যিকারের উপার্জন করাতে হবে। ২১ জন্মের জন্য রাজ্যের অধিকার পাওয়া কোনো মাসির বাড়ি নয়। বোঝা যায় কারা কারা তীব্র পুরুষার্থ করে। অসুস্থ থাকলে দোলায় করে নিয়ে আসা উচিত। মুখে জ্ঞান অমৃত থাকলে তবে যেন প্রাণ ত্যাগ হয়। অন্ধ-কালা যে কেউই উপার্জন করতে পারে। জ্ঞান তো অত্যন্ত সহজ। বাবার থেকে অবিনাশী সম্পদ নিতে হবে । বাবা একবারই সামনে এসে বাদশাহী দেন। বাচ্চারা সুখী হলে বাবা বাণপ্রস্থে চলে যান। বেহদের বাবা সকলকে সুখী করে স্বয়ং পরমধামে গিয়ে বসে পড়েন। পুনরায় আত্মারা সেখান থেকে ক্রমানুসারে আসতে থাকে। তিনি কাউকে পাঠান না। এটা বলা তো হয়, কিন্তু এই নাটক অটোমেটিক্যালি চলতেই থাকে। নিজের সময় মতো ধর্ম স্থাপন করার জন্য আসতেই হয়। তোমরা জানো যে আমরা ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ। পুরো দুনিয়াই তো শিব বংশী। আর শরীরধারী বাবা হয়ে গেলেন ব্রহ্মা। আমরা ব্রহ্মার বাচ্চা, আমরা হলাম গিয়ে ভাই-বোন। এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় ধর্মের। সত্য-যুগে আমরা হবো দেব-দেবী ধর্মের। এখন ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়েছি। এখন আমরা তাঁর হয়ে গেছি। মানবের রচয়িতা কে তা না জানার কারণে, রচনার আদি-মধ্য -অন্ত-কে জানেনা। তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক, কানা-কড়ির তুল্য। আমরা এখন আস্তিক হয়েছি, এরপর আমরা হীরে তুল্য হয়ে যাই । রচয়িতা এবং রচনাকে জানার কারণে আমরা রাজত্ব পাই। বাবা আমাদেরকে ওয়ার্থ পাউন্ড (পদমাপদম সৌভাগ্যশালী) বানাতে চান, আমাদের তো সেটাই হওয়া উচিত। তিনি আমাদের সত্যখণ্ডের বাদশা, সত্যখণ্ডের মালিক বানাচ্ছেন । বলা হয় যে এক রাজা প্রতিরাতে গুপ্ত বেশে তার নগর পরিক্রমা করতেন । এক খোদা-দোস্ত - এর গল্পও আছে। সেই ভগবান এখন আমাদের বন্ধু। খোদা-দোস্ত, আলাদিনের গল্প এবং হাতমতাই এর খেলা তো সব এখনকার। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে এবং সকলকে করাতে হবে। পরীক্ষা বা ঝড়-ঝাপ্টা যতই আসুক, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো ভুল করা যাবে না। মায়াজীৎ, জগতজীৎ হতে হবে।

২) দেবতায় হতে হলে খাওয়া-দাওয়ার বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। কোনো অশুদ্ধ বস্তু খাবে না। দু'বার জ্ঞান স্নান অবশ্যই করতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব গুলিকে জেনে, তাকে কার্যে পরিণতকারী সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব

সৃষ্টি নাটকের নিয়মের অনুসারে সঙ্গম যুগে সব আত্মাই কোনো না কোনো বিশেষত্ব সম্পন্ন । মালার শেষ দানা হলেও, তার মধ্যে কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ জন্মে ভাগ্যের বিশেষত্বকে চিনে তাকে কাজে লাগাও । একটি বিশেষত্বকে কাজে লাগালে অন্য বিশেষত্বগুলিও আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। এক - এর পরে বিন্দু (শূন্য) লাগতে-লাগতে সর্ব বিশেষত্ব-সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- মনমনাভব মন্ত্রের স্মৃতি যদি সর্বদা থাকে তাহলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়ে যাবে।